যুগান্তর

07 JUN 2007

৩ কলাম ৭

উচ্চশিক্ষা সংস্কারে সরকারি উদ্যোগ ভেস্তে যাচ্ছে

মুসতাক আহমদ

দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে সাজানোর সরকারি উদ্যোগ ভেস্তে যেতে বসেছে। উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে গিয়ে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে সরকার। একদিকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অসহযোগিতা এবং শিক্ষকদের বিরোধিতা, অপরদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নানামুখী চাপের মুখে পড়েছে সরকার। আর এদের সঙ্গে ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর কর্মকর্তা যুক্ত হয়েছেন। এর ফলে শেষ পর্যন্ত দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার থেকে সরকারকে পিছু হটতে হতে পারে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা। তবে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা এ ব্যাপারে একটি দফারফা করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন। দেশের উচ্চশিক্ষা স্তরে নৈরাজ্য এবং শিক্ষা বাণিজ্যের অভিযোগ বেশ পুরনো। দুর্নীতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি এবং তাতে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যৌথ সিন্ডিকেটের সংশ্লিষ্টতা, পরীক্ষা গ্রহণ করে সময়মতো ফল না প্রকাশ, পছন্দের ছাত্রকে প্রথম শ্রেণী পাইয়ে দেয়া, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক ও প্রশ্নপত্র ফাঁস, গবেষণার নামে টাকা আত্মসাৎ, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ থেকে শুরু করে প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মকাণ্ডে রীতিমতো উদ্বেগজনক ও সীমাহীন অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা চলছে। দুর্নীতির দায় নিয়ে ইতিমধ্যে উপাচার্য ... যাচ্ছে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

যাচ্ছে : ভেস্তে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

... বিশ্ববিদ্যালয় ও মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদায় নিয়েছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি বর্তমানে তদন্ত করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের দুর্নীতি, অনিয়ম, দলীয়করণ, নিয়োগ বাণিজ্যের তদন্ত ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে ইউজিসি। তবে এগুলোসহ দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি তদন্তে দেড় মাস আগে সরকার ইউজিসিকে নির্দেশ দিলেও তা এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি বলে জানা গেছে।

শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের এক প্রকার জিম্মি করেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বাণিজ্য চালাচ্ছে। আইন অমান্য করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা থেকে শুরু করে শিক্ষা কার্যক্রম, ডিগ্রিদান সবকিছুতেই কমবেশি দুর্নীতি চলছে। ভাড়া করা শিক্ষক দিয়ে পড়াচ্ছে তারা। শুধু তাই নয়, ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'ইউজিসি সার্টিফিকেটধারী গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করছে।' বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিষয়ের শিক্ষক দিয়ে আরেক বিষয় পড়ানোর অভিযোগও রয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যাপক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসি গত চার বছর যাবৎ বিভিন্ন আইন ও সুপারিশ তৈরি করে। কিন্তু সংশ্লিষ্টদের চাপে বিশেষ করে গত সরকারের আমলে বিএনপি-জামায়াতের সুবিধাভোগী ও দুর্নীতিবাজ শিক্ষক-মালিক ও আমলাদের চাপে শেষবের কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি। উপরন্তু সুযোগসন্ধানী সিন্ডিকেট ইউজিসিকে পরিণত করে 'ঠুঁটো জগন্নাথে'। ইউজিসি গত চার বছরে ৩৫ বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সুপারিশই করে গেছে সরকারকে।

ইউজিসির চার বছরের প্রস্তাবিত আইন ও সুপারিশ

গত চার বছরে উচ্চশিক্ষা সংস্কারে ইউজিসির উল্লেখযোগ্য কাজের অন্যতম হচ্ছে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে '২০ বছর মেয়াদি উচ্চশিক্ষা কৌশলপত্র' প্রণয়ন। বিদায়ী চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রণয়ন করে এই কৌশলপত্র। এছাড়া তারই নেতৃত্বে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান রক্ষায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন ও চূড়ান্তভাবে ৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সুপারিশ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন-২০০৫, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও শিক্ষার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন, শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের 'সমন্বিত নিয়োগ নীতিমালা', পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক প্রশাসনের লুটপাট বন্ধে 'সমন্বিত আর্থিক বিধিমালা', বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা আইন, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা পরিচালনা নীতি প্রভৃতি তৈরি করে। এগুলোর মধ্যে ঝাড়াই-উৎরাই ও আলোচনা-সমালোচনা শেষে কেবল সুপারিশকৃত ৮টির মধ্যে ৫টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছাড়া আর কোন সুপারিশ বা আইন বাস্তবায়ন হয়নি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্যোগ

এ অবস্থায় বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসেই ফেলে রাখা সুপারিশগুলো নিয়ে কাজ শুরু করে। এক্ষেত্রে সরকার ২০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনাকে গাইডলাইন হিসেবে নিয়ে পথচলা শুরু করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, শিক্ষার অন্যান্য স্তরের তুলনায় সরকার উচ্চশিক্ষাকে বেশি প্রাধান্য দেয়। সে অনুযায়ী অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিভিন্ন ইস্যু সামনে নিয়ে আসে। ইউজিসি, মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অভিন্ন গ্রেডিং চূড়ান্ত করে বাস্তবায়ন, অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা, অভিন্ন নিয়োগ নীতিমালা, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৭ চূড়ান্ত, নিরপেক্ষ ও দক্ষ উপাচার্যের খোঁজে 'সার্চ কমিটি' গঠন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইন (আমব্রেলা ল'), পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন, দশটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি অনুসন্ধান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণখেলাপি ও বিদেশে হারিয়ে যাওয়া শিক্ষকদের ব্যাপারে খোঁজখবর, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি বিভিন্ন পদে আদর্শবান, সৎ ও যোগ্য শিক্ষকদের বসাতে সিনিয়র শিক্ষকদের তালিকা তৈরি, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের যথেচ্ছ বিদেশ গমন নিয়ন্ত্রিতসহ নানা কাজ হাতে নেয়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এগুলোর মধ্যে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মেনে নিলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনও নিজ নিজ পন্থা অনুসরণ করছে। অভিন্ন নিয়োগ নীতিমালা নিয়ে ২৭ মে বিকালে শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সব উপাচার্যকে নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপাচার্যরা এ নিয়ে বহুবিধ মতামত দিয়েছেন বলে জানা গেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের চাপে সরকার সব বিশ্ববিদ্যালয়কে দু'মাসের সময় দিয়েছে। এ সময়ের মধ্যে বিষয়টি তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সরকারকে রিপোর্ট করবে। অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন নিয়ে চলে অনেক টানবাহানা। সাবেক ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে তখন একটি খসড়া সুপারিশ তৈরি করা হয়। যা তখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের পছন্দ না হওয়ায় বাস্তবায়ন হয়নি।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইনের (আমব্রেলা ল') ঘোরতর বিরোধী শিক্ষকরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও বুয়েট শিক্ষক সমিতি ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে তাদের অনাস্থার কথা জানিয়ে দিয়েছে। ইউজিসিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সর্বশেষ ৮ মে আমব্রেলা ল' নিয়ে কমিটি বৈঠক করে। এরপর আর কোন বৈঠক হয়নি। কমিটির একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, তারা ৮০ ভাগ কাজ শেষ করে রেখেছেন। এই অবস্থায়ই এটি পড়ে রয়েছে বলে জানা যায়।

সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ওয়েবসাইটে দেয়ার জন্য এক মাস আগে ইউজিসিকে সরকার নির্দেশ দেয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়নি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের সরকারি নির্দেশ ইউজিসিই মানেনি। এ নিয়ে তাদের কোন কাজকর্ম নেই। দশটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি অনুসন্ধানের জন্য সরকার দেড় মাস আগে ১৫ দিনের সময় চেয়েছে। আর কতদিন লাগবে তা ইউজিসিই জানে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণখেলাপি ও বিদেশে হারিয়ে যাওয়া শিক্ষকদের ব্যাপারে খোঁজখবর চলছে। তবে এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ... [illegible]

[illegible]